ISSN : 2349-8714

আমার

রূপসী বাংলা

শারদীয়া ১৪২৯

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর	আদিত্য সেন	১
ভাগ্যিস বুদ্ধিজীবী নই	সুধীর দত্ত	১৩
বুকের ভেতর এক দারুণ পাওয়া - তার নাম স্বাধীনতা	ড. বাসব চৌধুরী	১৬
রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও সমকালীন কয়েকজন কবি	ড. সুবিমল মিশ্র	১৮
রবীন্দ্র-মননে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব	শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত	২৫
তন্ত্রপীঠ তারাপীঠ ও পঞ্চমুণ্ডিতে পঞ্চ 'ম'-কার সাধনা	প্রবোধ কুমার বন্দোপাধ্যায়	৪৪
মহাভারত প্রসঙ্গে	নিতাই মল্লিক	৪৮
বীরাঙ্গনা শরফ্-উন-নিসা	পঙ্কজ কুমার দত্ত	৬৩
আমার কর্মজীবনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা	ড. প্রদীপ ভট্টাচার্য	৭১
রসগোল্লা নিয়ে রসযুদ্ধ	হরিপদ ভৌমিক	৮৬
লোককবি বিজয় সরকার	রতনকুমার নন্দী	৮৯
প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপক ও খ্যাতকীর্তি রবীন্দ্রগবেষক সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	স্বপনকুমার ঘোষ	৯৫
টাকার পাহাড়	ইন্দ্রাণী দত্ত	১০০
ভারতের প্রথম তৈলনগরী ডিগবয়ঃ বাণিজ্য ও সংস্কৃতি	নিধুবিকাশ বড়ুয়া	১০১
'ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী, এক একা করি খেলা'	ড. বন্দনা চট্টোপাধ্যায়	১০৬
একশো পেরিয়েও চিরনতুন সুকুমারের 'হযবরল'	পাথজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়	১১৩
জয়ন্ত ভট্টাচার্যঃ অগ্রগামী'র অগ্রপথিক	গোপাল দাস	১১৭
আমাদের মোহনবাগানঃ ইতিহাস ও ঐতিহ্য	দেবপ্রিয় সিন্‌হা	১২৩
সমসাময়িক কবিযাত্রার নিরিখে সত্যান্বেষী, আত্মমগ্ন কবি শঙ্খ ঘোষ	অধীরকৃষ্ণ মন্ডল	১২৯
হেজিমনি ক্ষমতার দর্শন	হামিদ রায়হান	১৩৩
এক সমাজতাত্ত্বিকের চোখে মহাভারতের কয়েকটি চরিত্র	গৌতম সেনগুপ্ত	১৪৫
চাঁই, বাগদী, পুঁড়া, গুঁড়ি জনগোষ্ঠীর বিবাহ-রীতি	রণজিৎ দেব	১৫১
স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম এবং মানবমুক্তি	রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	১৬০
চৈকচু আর বড়ি দিয়ে কইমাছের ঝোল ছিল তাঁর সবচেয়ে ফেবারিট	ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল	১৬৮
শিল্পে ও জীবিকায় নৌকো	মৃণালকান্তি গায়েন	১৭০
মহাকবি কালিদাসের নাটকে তৌর্যত্রিকের পরিচয়	চৈতালী ভূঞা,	১৭৮
দৃষ্টিপাত উপন্যাসে ইতিহাসের উপাদান	ড. অমলেশ পাত্র	১৮৫
জীবনানন্দ দাশঃ বাংলা আধুনিক কবিতার জাতকপুরুষ	তাজিমুর রহমান	১৯২
প্রাচীন কৃষির যাত্রাপথে	ডঃ পরিতোষ ভট্টাচার্য্য	২০০
অন্য ভূমিকায় কবি নজরুল	পায়েল সামন্ত	২০৭
বঙ্গবন্ধু ও নজরুল	সঞ্জয় সরকার	২১০

সাক্ষাৎকার

শিশুসাহিত্যিক সুনির্মল চক্রবর্তীর একটি ঘরোয়া সাক্ষাৎকার — অবশেষ দাস — ২১৪

ক্রোড়পত্র —স্বাধীনতা ৭৫

স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের নারী — রমা বসু — ২২৫

ভারতের স্বাধীনতা অহিংস এবং সশস্ত্র আন্দোলনের অবদান — অজিত বাইরী — ২৩০

স্বাধীনতা অর্জনের পরে ভারত ও চীন কোন দেশ কোথায় অবস্থান করছে? — দেবাশিস নন্দী — ২৩৩

আমিত্বের অস্তিত্ব সঙ্কট — সমৃদ্ধ দত্ত — ২৩৯

তাম্রলিপ্ত : পরাধীন ভারতে প্রথম স্বাধীন জাতীয় সরকার — ড. কমল কুমার কুণ্ডু — ২৪৫

বিবেকানন্দ, জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম একটি অনুসন্ধিৎসু বীক্ষণ — কল্যাণকুমার সরকার — ২৪৯

স্বাধীনতা ৭৫: দ্বন্দ্ব হানাহানির নিরসন কই!! — আমিনুল ইসলাম — ২৫৭

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিস্মৃতপ্রায় নারীদের অবদান — অলক মন্ডল — ২৭১

স্বাধীনতা সংগ্রামে হাওড়া জেলার ভূমিকা — নীলাঞ্জন ভৌমিক — ২৭৯

ছোটগল্প

জিওভান্নি তুবা (ম্যাক্সিম গোর্কি) — সুজাতা পাণ্ডী সরকার — ২৮৭

সেদিন মোবাইল ফোনে ... — সৈয়দ রেজাউল করিম — ২৯০

ব্যাঙের বিয়ে — সৌরেন চৌধুরী — ২৯৬

ধনপতির স্কুলযাত্রা — তরুণকুমার সরখেল — ৩০১

বিদায় করেছ যারে — রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় — ৩০৪

ডাক্তার দাদু — স্যমন্তক চক্রবর্তী — ৩০৭

ছায়া — রাজকুমার শেখ — ৩১০

জলপ্রপাতের শব্দ — প্রিয়া কুন্ডু নন্দী — ৩১৩

এরপর ? — মানস সরকার — ৩১৬

আমার পরাণ যাহা চায় — অজন্তা প্রবাহিতা — ৩১৮

কবিতা

একগুচ্ছ কবিতা — সুভাষ চন্দ্র সাহা — ৩২২

অনেক রাতে — সুপ্রভাত সরকার — ৩২৪

দুয়োরানির সংসার — সুস্মেলী দত্ত — ৩২৫

নৈঃশব্দের অভিধান — শাশ্বতী নন্দ — ৩২৫

"বন্ধুর প্রতি" — বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় — ৩২৬

ভারতের নব রূপকার — চিত্তরঞ্জন দাস — ৩২৭

নিরাশ্রয় — সুভাষ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — ৩২৮

মাঠ পেরিয়ে — নীহাররঞ্জন বিশ্বাস — ৩২৯

গ্রন্থ আলোচনা

কবিতার জন্ম কবিতার মৃত্যু — শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত — ৩৩০

আবার বাস্তিলের সম্মুখে — নৃপেন্দ্র নাথ — ৩৩৩

বুদ্ধের সন্ধানে — তরুণ রানা — ৩৩৬

পত্রিকা পরিচালনায়
প্রধান সম্পাদক
পঙ্কজ কুমার দত্ত
দূরভাষ ৯৮৩১০৭৯৮৪৪

সম্পাদক
শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত
দূরভাষ ৯৪৩৩০৫৬২০৯

অতিথি সম্পাদক
আদিত্য সেন, দিল্লি

উপদেষ্টা মণ্ডলী
প্রধান নিতাই মল্লিক
অজিত বাইরি
আবদুস শুকুর খান

যুগ্ম-সম্পাদক
অবশেষ দাস ও আয়েশা খাতুন

অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর
পীযুষ দলপতি ও গোপাল দাস

ক্রিয়েটিভ এডিটর
ইন্দ্রাণী দত্ত

ক্রিয়েটিভ এডিটর
গৌতম সেনগুপ্ত ও অলক মণ্ডল

প্রচ্ছদ
রাতুল চন্দ

অলংকরণ ও বর্ণবিন্যাস
প্রিন্টয়েড
আগরপাড়া, কোলকাতা-৭০০১০৯

মূল্য ২০০ টাকা

সম্পাদকীয় তথ্য
প্রধান সম্পাদক
পঙ্কজ কুমার দত্ত
(ভারতীয় নাগরিক)
পিতা ৺গণেশচন্দ্র দত্ত
৬৪, ক্যানাল স্ট্রিট, শ্রীভূমি
কলকাতা ৭০০০৪৮
দূরভাষ ৯৮৩১০৭৯৮৪৪

সম্পাদক
শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত
(ভারতীয় নাগরিক)
পিতা ৺উপেন্দ্রনাথ দত্ত
১/১এ, মনুমেন্ট রোড, দমদম
কলকাতা ৭০০০২৮
দূরভাষ ৯৪৩৩০৫৬২০৯

প্রকাশক
দেবপ্রিয় সিনহা
(ভারতীয় নাগরিক)
২, বোটানিক্যাল গার্ডেন রোড
বি. গার্ডেন, হাওড়া - ৭১১১০৩
দূরভাষ ৯৪৩৩১৩৭০৩৮
ইমেল - arbpkolkata@gmail.com

মুদ্রণ
মহামায়া প্রেস ও বাইন্ডিং
২৩, মদন মিত্র লেন
কোলকাতা - ৭০০০০৬

শিশুসাহিত্যিক সুনির্মল চক্রবর্তীর একটি ঘরোয়া সাক্ষাৎকার

সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত ও জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক

অবশেষ দাস

ঃ লেখক পরিচিতি ঃ

বিদ্যানগর কলেজের বাংলার অধ্যাপক অবশেষ অধ্যাপনার পাশাপাশি অফুরান সাহিত্যচর্চায় ব্যাপৃত। তিনি নিয়মিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখেন। ইতিমধ্যে তাঁর বেশ কয়েকখানি উপন্যাস, কবিতা গ্রন্থ ও শিশুদের জন্য বিভিন্ন রচনা প্রকাশিত ও প্রশংসিত হয়েছে।

এখানে তিনি বর্ষীয়ান শিশুসাহিত্যিক সুনির্মল চক্রবর্তীর একটি দীর্ঘ ও পূর্ণাঙ্গ সাক্ষাতকার 'আমার রূপসী বাংলা'র পাঠক পাঠিকাদের জন্য উপস্থাপনা করেছেন।

(তাঁর লেখালেখি সেই সোনালী ছেলেবেলা থেকেই কখনও পুরস্কার পাবেন ভাবেননি। কিন্তু পাঠকের ভালবাসা ও ভালবাসা তাঁর লেখালেখিতে সবসময় আলো ফেলেছে বার্ধক্য তাঁর মনের ওপর একটুও দাগ কাটতে পারেনি। এখনও তিনি অবিরাম লিখে চলেছেন। বিশেষতঃ ছোটদের জন্যে লিখতে তিনি বেশি ভালবাসেন। এখনও তিনি মায়ের কোলের ছায়ায় বসে ভাবীকালের জন্য ভাবছেন। লিখছেন। পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে তাঁর সাহিত্য সাধনা।

বাড়ির অমতে লেখা চালিয়ে যাওয়ার জন্য ছদ্মনামে লিখতে শুরু করেন। সলিল চক্রবর্তী থেকে তিনি হয়ে যান সুনির্মল চক্রবর্তী। দিনে দিনে তাঁর আসল নামটাই হারিয়ে যায়। তিনি বাংলা সাহিত্যের আকাশে সুনির্মল হয়ে ওঠেন। সম্প্রতি তিনি 'বটকেষ্ট বাবুর ছাতা' গল্পগ্রন্থের জন্য সাহিত্য আকাদেমি পেয়েছেন। এই দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তাঁর জীবনের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিভিন্ন দিক উঠে এসেছে। লেখক সুনির্মল ও মানুষ সলিলকে এক লহমায় খুঁজে দেখবার আন্তরিক এই প্রচেষ্টায় মণিমুক্তার মতো কতসব ঘটনা ও অভিজ্ঞতা, বিরল সান্নিধ্যের কথা উঠে এসেছে। যা আমাদের অভিভূত করবে বলে বিশ্বাস করি। প্রায় দুই দশক আগে শিশুসাহিত্যে তিনি জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন। এবার তাঁর হাতে উঠে এসেছে 'বাল সাহিত্য আকাদেমি'।

অবশেষঃ আপনি শিশুসাহিত্যে আকাদেমি পুরস্কার পাওয়ার পর বেশ হইচই পড়ে গেছে। কিন্তু আমি যতদূর জানি, 'বটকেষ্ট বাবুর ছাতা' গ্রন্থের আগে আপনার হাতে অজস্র কালজয়ী গ্রন্থ জন্মলাভ করেছে। আরও আগে এই পুরস্কার পাওয়া দরকার ছিল বলে মনে হয়। আপনার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন, আপনার দৃষ্টিতে সবচেয়ে সেরা গ্রন্থ কোনটি? বলতে পারেন আপনার অজস্র গ্রন্থের মধ্যে কোনটি আপনার প্রিয়তম?

সুর্নিমলঃ আমি বিভিন্ন বিষয়ে লেখালেখি করেছি। করছি।

ছোটদের ছড়া-কবিতা যেমন লিখেছি, তেমনি লিমেরিক, গল্প, রূপকথা, হিতোপদেশ, পুরাণের কথা, বিভিন্ন দেশের রূপকথা, লোককথা, নাটক, ছোটদের প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখেছি। এমনকি বিজ্ঞানবিষয়ক লেখা, মহাজীবনের গল্প, অনুবাদ সাহিত্যে বিভিন্ন কাজ করেছি। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও শারীরিক প্রকল্পে প্রথম শ্রেণি থেকে একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে ছড়া-কবিতা, নাটক ইত্যাদি লিখেছি। স্কুলপাঠ্যে তৃতীয় শ্রেণিতে আমার লেখা কবিতা ও গল্প পড়ানো হয়। ত্রিপুরা সরকারের ছোটদের বইতেও আমার লেখা কবিতা ও গল্প পড়ানো হয়। স্কুল পাঠ্য বইগুলি ইংরেজি, হিন্দি, অলচিকি, উর্দু প্রভৃতি ভাষায় ভাষান্তরিত হয়ে শিশু-কিশোরদের পড়ানো হয়।

স্বপনঃ তারমধ্যে আপনার প্রিয়তম কয়েকটি বইয়ের কথা বলুন।

সুনির্মলঃ ছড়াগ্রন্থের মধ্যে 'খাতার পাতায়', 'গড়গড়িয়ে তরতরিয়ে,' 'ছিল একটা' 'একটু করো মিষ্টুমি', 'দাঁড়িয়ে আছে ছেলে', 'এলাটিং বেলাটিং', 'যমুনাবতী সরস্বতী' প্রভৃতি। গল্পগ্রন্থের মধ্যে 'বনের ধারে নদীর পাড়ে', 'টুটুরানি', 'ডাকবাক্সের গল্প', 'দলমার হাতি', 'মেয়েটির নাম চন্দনা', 'কুসুমপুরের শালিক', 'নতুন গ্রহে যতীন বাবু 'বটকেষ্ট বাবুর ছাতা' ইত্যাদি। 'কুসুমপুরের শালিক' গ্রন্থের জন্য ২০০০ সালে পেয়েছি শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কার।

স্বপনঃ এছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কোনো পুরস্কার পেয়েছেন, নিশ্চয়ই। তার কয়েকটি যদি জানান।

সুনির্মলঃ পেয়েছি অতুল্য ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার। এছাড়াও নজরুল স্মৃতি পুরস্কার, তেপান্তর পুরস্কার, টুকলু পুরস্কার, কচিপাতা পুরস্কার, বারুইপুর থেকে পেয়েছি হরেন ঘটক পুরস্কার, বর্ধমান থেকেও পেয়েছি হরেন ঘটক পুরস্কার, সোনারপুর বঙ্গ শিশুসাহিত্য অঙ্গন থেকে পেয়েছি শিশুসাহিত্য পুরস্কার। এছাড়া দক্ষিণবঙ্গ শিশুসাহিত্য পরিষদ থেকে পেয়েছি সম্মান ও পুরস্কার।

স্বপনঃ আপনার জন্ম শুনেছি তৎকালীন পাকিস্তানে। এখন [illegible]তায়। লম্বা একটা গল্প আছে নিশ্চয়ই। [illegible] যখন আগ্রহ প্রকাশ করবে, তখন এটাও খুব কৌতূহল সঞ্চার করবে। একটু বলবেন ?

সুনির্মলঃ অধুনা বাংলাদেশের পীড়গাঁও অঞ্চলে বুড়িগঙ্গার তীরে পুরানো ঢাকায়, কেরানীগঞ্জে মাতুলালয়ে আমার জন্ম হয়। আমাদের পিতৃভূমি তৎকালীন কুমিল্লাতে। জন্মাবার পর মা-বাবা আমাকে নিয়ে শিলিগুড়িতে চলে আসেন। সেখানে আমার ঠাকুরদার আরও একটি বাড়ি ছিল। কাঠের বাড়ি। তখন ওখানে খুব ভূমিকম্প হতো। এখনও সে বাড়ি আছে। তবে ফ্ল্যাটবাড়ি। কাঠের বাড়ি শিলিগুড়িতে আর চোখে পড়ে না। এক আধটা থাকলেও থাকতে পারে। সেখানেই আমার ছেলেবেলা কেটেছে। তিন-চার বছর বয়স অবধি। তারপর বাবার চাকরিসূত্রে আমরা কলকাতায় আসি। বাবা ইস্টার্ন রেলওয়েতে চাকরি পান। করণিকের দায়িত্ব পান। শিয়ালদহ ডিভিশানাল অফিসে। প্রসঙ্গত জানাই, আমার ঠাকুরদা'ও রেলে চাকরি করতেন। আমি শুনেছি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দার্জিলিং সফরকালে আমার ঠাকুরদা তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন, এই রেলওয়ে চাকরিসূত্রে। তিনি রবিঠাকুরকে খুব কাছে থেকে দেখেছিলেন এবং কিছু বাক্যালাপ করেছিলেন। আমার জেঠু ঠাকুরদার সঙ্গে এই সফরে গিয়েছিলেন। ফলে এক বিরল অভিজ্ঞতা ও সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। ছোটবেলা থেকে এই গল্প অনেক শুনেছি। ফটোগ্রাফির বিশ্বায়ন তখন হয়নি বলেই সেইসব ছবি আমি দেখাতে পারব

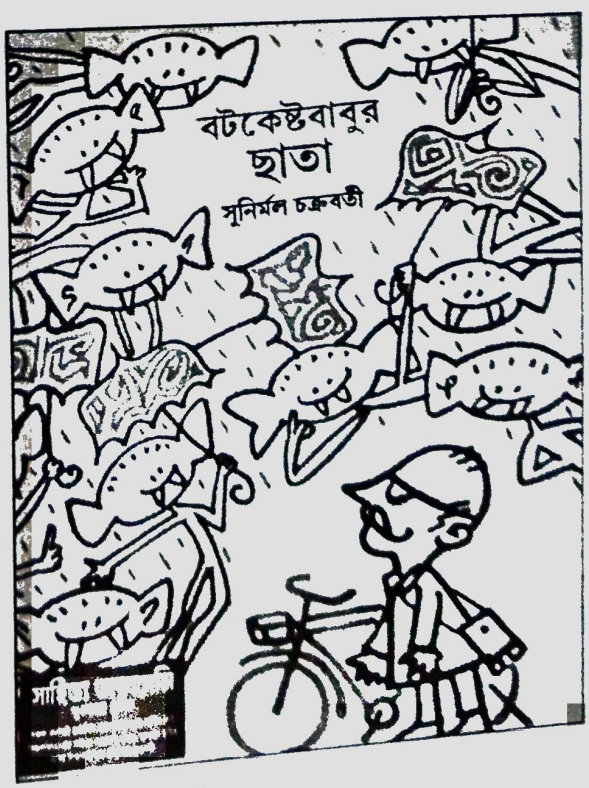

না। কিন্তু স্মৃতিকথায় আলোর মতো রবিঠাকুরের বিষয়টি বুকের অলিন্দে বাজে। ভাবলে মন শিশুর মতো নেচে ওঠে। কলকাতায় এসে ভাড়া বাড়িতেও আমরা কিছুদিন ছিলাম। তারপর বাবা আমাদের থাকার জন্য পাকা বাড়ি করেন। এখন থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে। সে-বাড়ি আজও দাঁড়িয়ে আছে, ভগ্ন হৃদয়ে। অনেকাংশেই তার শরীরের কড়িবর্গা বেরিয়ে পড়েছে। মুঠো মুঠো স্মৃতি এই বাড়ি ঘিরে। আমার লেখালেখির শুরু এই বাড়িতেই। বাবার দেওয়া এই বাড়িটার নাম চক্রবর্তী লজ।

এখনও এই বাড়িতেই আমার অবসর জীবনের অধিকাংশ সময় কাটে।

অবশেষঃ আপনার বাবার কথা জানলাম। মায়ের কথা জানতে চাই।

সুনির্মলঃ আমার মায়ের জন্ম বাংলাদেশে। দাদু পাটের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে দাদু-দিদিমা আরামবাগে কাজলা দিঘির কাছে চলে আসেন। ওখানেই মাটির বাড়ি করে থাকেন। ততদিনে মায়ের সংসার হয়েছে। আমরা শিলিগুড়িতে চলে আসার সময়ে দাদুরা আরামবাগে চলে এসেছিলেন। দেশ ভাগাভাগির জন্য এমনটা হয়েছিল।

অবশেষঃ আপনার মাতুলায়ের বিশেষ কোনও স্মৃতি থাকলে জানাবেন।

সুনির্মলঃ আমার এক দাদু (মায়ের মামা) থাকতেন বেলঘরিয়া জি.টি.রোডের পাশে। তিনি একটি দৈনিক পত্রিকা দেখাশোনা করতেন। পত্রিকাটির নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। সেখানে একদিন সকালবেলা ছোট মাসির মুখে একটি শুনেছিলাম। আজও মনে আছে। রবিঠাকুরের লেখা কবিতা।

'কতদিন ভাবে ফুল উড়ে যাবে কবে...' কবিতাটি শুনে কেমন ঘোর লেগেছিল, আমার শিশুমনে। আমি তখন ক্লাস ফোরের ছাত্র। এর আগে কোনও লেখা এইভাবে মনে দাগ কাটেনি। এই লাইনগুলো বারবার মনে মনে উচ্চারণ করে এক অপার আশ্চর্য আনন্দ পেতাম। ভাবতাম, আমিও যদি অমন করে লিখতে পারি! ক্লাস নাইনে পড়বার সময় আমার সেই আড়ালে থাকা ইচ্ছে ষোলআনা পূরণ হয়েছিল। 'মেঘ ও চাঁদের খেলা' নাম দিয়ে স্কুল ম্যাগাজিনে ভয় ভয় করে একটা কবিতা জমা দিয়েছিলাম। সেটা ছাপা হবে কিনা সে নিশ্চয়তা আমার কাছে ছিল না। কিন্তু যেদিন পত্রিকা প্রকাশ পেল আনন্দে আত্মহারা হলাম। বুকের ভেতর ঢাক বেজে উঠল। তারপর থেকে সময় পেলেই লেখার চেষ্টা করতাম। তখন আমরা সংবাদপত্রের মুখ প্রায় দেখতাম না। স্থানীয় চায়ের দোকানে গিয়ে আনন্দবাজার ও যুগান্তর পড়তাম। আর আমাদের বাড়ির পাশে রাস্তার মোড়ে

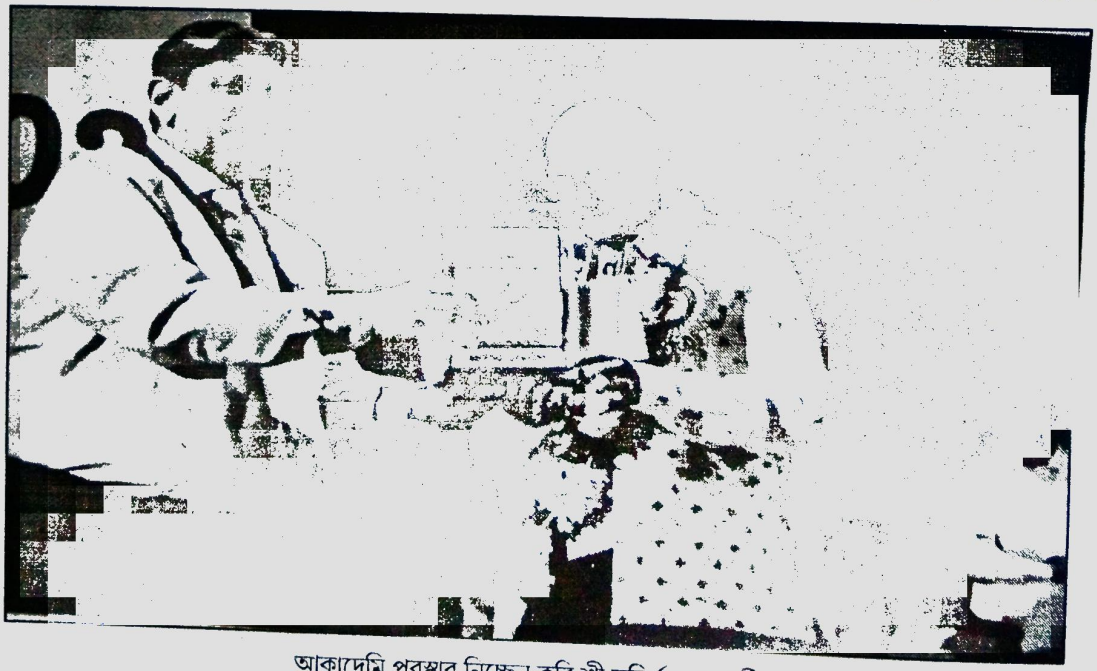

আকাদেমি পুরস্কার নিচ্ছেন কবি শ্রী সুনির্মল চক্রবর্তী

এক ডাক্তার বাবুর রোগীদের বসবার জায়গায় বসুমতী পড়বার সুযোগ পেতাম। ওনাকে আমার লেখা প্রকাশ পেলেই উৎসাহ নিয়ে দেখাতাম। উনি আমাকে আরও উৎসাহিত করতেন। ব্যানার্জী ডাক্তার নামে তিনি বিখ্যাত। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর অফিসফেরত বাবা তাঁর চেম্বারে বসতেন। সামান্য গল্পগুজব করতেন। আমার লেখার খুব প্রশংসা করতেন। বাবা বিষয়টি খুব ভালভাবে নিতেন না। তিনি বলতেন, এসব করে জীবনে চাকরি হবে না। সে-কথা আমি কানে নিতাম না। ইলেভেনে পড়ার সময় আনন্দবাজার পত্রিকার মৌমাছি সম্পাদিত আনন্দমেলায় লেখা পাঠিয়েছিলাম। সেই লেখা প্রকাশিত হওয়ায় উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। সেই উৎসাহের ঢেউ শুরু হয়েছিল, আমার মামা বাড়ি থেকে।

অবশেষঃ তারপর ?

সুনির্মলঃ 'বসুমতী', 'যুগান্তর' পত্রিকার ছোটদের বিভাগে নিয়মিত লিখতে শুরু করলাম। বিশু মুখোপাধ্যায় ছিলেন বসুমতী পত্রিকার ছোটদের বিভাগের সম্পাদক। এই বিভাগে বিভিন্ন মণীষীদের জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে বিভিন্ন ধরণের লেখা ছাপা হতো। আমিও লিখতে শুরু করলাম নিয়মিত। এইবার বাড়িতে সমস্যা দেখা দিল, আমার লেখালেখির বহর দেখে। আসলে সময়টা তখন একেবারেই ভাল ছিল না। আমার ভবিষ্যৎ কী হবে, বাবা সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় পাবার মতো আশঙ্কা প্রকাশ করতেন। বাবার বকুনির ভয়ে নিজের আসল নাম গোপন করে ছদ্মনামে লেখা শুরু করলাম। তখন থেকেই আমার নাম হয়ে গেল সুনির্মল চক্রবর্তী। বাবার বকুনির হাত থেকে বাঁচলাম ঠিকই, কিন্তু সুনির্মল চক্রবর্তী নামে অজস্র লেখা প্রকাশ হতে থাকায় আমার আসল নাম সলিল চক্রবর্তী কোথায় হারিয়ে গেল। আজও খুঁজে পেলাম না। আমি সবার কাছে সুনির্মল চক্রবর্তী হয়ে রইলাম।

অবশেষঃ আপনার মা ও বাবার কথা আলাপচারিতায় উঠে এলো। এখনও তাঁদের নাম বললেন না। আর আপনার জীবনের কোনদিকে তাঁদের ব্যাপ্তি সেটাও জানতে চাই।

সুনির্মলঃ আমার বাবা শান্তিরঞ্জন চক্রবর্তী। তিনি প্রয়াত। মা গীতারানি চক্রবর্তী , তিনি নব্বই পেরিয়েছেন। তিনি এখন অসুস্থ। আমরা দুই ভাই ও তিন বোন ছিলাম। এখন দুই ভাই ও দুই বোন আছি। আমার ভাই সুচিত চক্রবর্তী ছোটদের পত্রিকায় ছড়া ও গল্প লিখে থাকে। ওর অনেকগুলো শিশুপাঠ্য বই বেরিয়েছে। আমার দুই বোন সাধারণ ভাবে সংসারী। বাবার প্রশ্রয় না পেলেও আমি সবসময় মায়ের দেওয়া উৎসাহ পেয়েছি। মায়ের আশীর্বাদ ও উৎসাহে এখনও লিখে চলেছি। দেখতে দেখতে অর্ধশতক লেখালেখি করছি। প্রায় একশো তিরিশটির বেশি বই আপাতত প্রকাশিত হয়েছে। কিছু বই ইংরেজিতেও অনূদিত হয়েছে। ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট থেকে প্রকাশিত আমার 'কুসুম পুরের শালিক 'গ্রন্থটি একাধিক ভাষায় অনূদিত হচ্ছে। তেমনি আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত ' বটকেষ্ট বাবুর ছাতা ' ভারতীয় আটটি ভাষায় অনূদিত হবে বলে শোনা গেছে। আমি এই বয়সে পৌঁছেও ভাবতেই পারি না, মা ছাড়া আমার জীবনে একটিও দিন থাকতে পারে। বাবা প্রয়াত হওয়ার পরে বিশাল একটা শূন্যতা তৈরি হয়। মা পাশে থেকে অনেকটাই সেটা আড়াল করতে পেরেছেন। আজও আমার অষ্টপ্রহর মায়ের সঙ্গেই কাটে। মা তো এখন শিশুর মতো। আমার জীবনের তপোবনে বসে এখন মাকে সন্তানের মতো আগলে আছি।

অবশেষঃ আপনার পড়াশুনা কোথায় শুরু হয়েছিল ? তার ক্রম উত্তরণ কোন্ পথে ?

সুনির্মলঃ আমি প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হই, ঋষি অরবিন্দ বিদ্যাপীঠে। স্কুলটি আমাদের বাড়ির একেবারেই সামনে। আজও দাঁড়িয়ে আছে। আরও সুদীর্ঘ ও বিশাল ব্যাপ্তিতে। এখন স্কুলটি বালিকা বিদ্যাপীঠে পরিণত হয়েছে। এই স্কুলে ক্লাস ওয়ানে পড়ার পর আমি অ্যাড্রুজ স্কুলে পড়তে চলে যাই। এই সন্তোষপুরে ওদের একটি শাখা স্কুল খুলে ছিল। টু থেকে ফোর অবধি সেই স্কুলে পড়াশোনা করি। কিছুদিন বাদে ওই শাখাটি বন্ধ হয়ে যায়। তারপর যাদবপুর হাইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হই। সেখান থেকেই আমি উচ্চমাধ্যমিক পাশ করি। স্কুলে আর্টস ও কমার্স শাখার মধ্যে আমি প্রথম হই এবং তারপর গোয়েঙ্কা কলেজে বি.কম. অনার্স নিয়ে ভর্তি হই। সম্মানের সঙ্গে অনার্স পাশ করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.কম. ও এল.এল.বি. পাশ করি। বি.কম. পাশ করে আমি চ্যাটার্ড ইনস্টিটিউটে আমি

চ্যাটার্ড পরীক্ষায় অবতীর্ণ হই। চার বছরের প্রশিক্ষণ শেষে আমি একজন চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়ে উঠি। ডিপ্লোমা ইন্ বিজনেস ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ ডি.বি.এম. পাশ করি।

অবশেষঃ আপনার কর্মজীবন কোথায় শুরু হয়? কোনও পরিবর্তন কি এসেছিল, আপনার কর্মজীবনে ?

সুনির্মলঃ আমার কর্মজীবন শুরু হয়, মধ্যপ্রদেশের একটি কয়লাখনি অঞ্চলে। মধ্যপ্রদেশের মনেন্দ্রগড় স্টেশন সংলগ্ন এক অরণ্যময় অঞ্চলে আমার প্রথম কর্মস্থল। সেখানে মাত্র তিনমাস ছিলাম। সেখান থেকে একপ্রকার পালিয়ে সেন্ট্রাল কোলফিল্ড লিমিটেডের বেরমো অঞ্চলে কাজে যোগ দিই। জায়গাটা ঝাড়খন্ড। কয়লাখনির নাম ছিল কারো স্পেশাল প্রজেক্ট। সেখান থেকে চলে যাই পাশ্ববর্তী ধোরী কয়লাখনি অঞ্চলে। সবমিলিয়ে সেখানে সাতাশ বছর কাজ করি। তারপর বদলি হয়ে যাই মধ্যপ্রদেশের শিংরোলি অঞ্চলে। জয়ন্ত প্রজেক্ট (মধ্যপ্রদেশ)। এরপর চলে গেলাম উত্তর প্রদেশে। বিশেষ একটা প্রোজেক্টের দায়িত্ব নিয়ে। খাড়িয়া প্রোজেক্ট। তারপর গেলাম হেডকোয়ার্টার শিংরোলি। সেখান থেকে ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি কর্মজীবন থেকে অবসর নিলাম। শেষপর্যন্ত আমি চিফ ফাইনান্স ম্যানেজার পদ থেকে অবসর নিলাম। কলকাতার বাইরে আমার জীবনের বত্রিশটা বছর কেটে গেল।

অবশেষঃ আপনার কর্মজীবন কলকাতা থেকে বেশ দূরে। অথচ আপনার লেখালেখির পীঠস্থান কলকাতা। আজকের মতো সুন্দর যোগাযোগ ব্যবস্থা তখন ছিল না। আপনার লেখালেখির ক্ষেত্রে কতটা প্রভাব পড়েছিল ?

সুনির্মলঃ কর্মজীবনের ব্যস্ততা ও স্থানিক দূরত্ব আমার লেখালেখির ক্ষেত্রে কোনও প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারেনি। কয়লাখনি অঞ্চলে বসেই আমি শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছি। এমনকি আমার একটি বিশেষ বই 'কালো হীরের দেশে' নর্দান কোলফিল্ড লিমিটেড' এর আর্থিক সহায়তায় ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছিল। অনূদিত গ্রন্থটির নাম 'অ্যাট দ্য ল্যান্ড অব্ ব্ল্যাক ডায়মন্ড।' এই বইটি কয়লাখনি অঞ্চলের আশেপাশে যেসমস্ত স্কুল-কলেজ রয়েছে, তাদের নিজের এলাকার বহু অজানা কথা অবগতির জন্য কর্তৃপক্ষ এই বইটি প্রকাশ করতে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। এই বইটিতে কয়লার জন্ম বৃত্তান্ত থেকে শুরু কয়লাখনি অঞ্চলের লোকজনের জীবনের ইতিকথা বেশ মরমী ভাষায় লেখা হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষের ধারণা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর কয়লাখনি অঞ্চলে ব্যবসা শুরু করেছিলেন। 'কার অ্যান্ড টেগোর' নামে একটি প্রতিষ্ঠান এক ইংরেজ ব্যবসায়ীর সঙ্গে যৌথভাবে গড়ে তুলেছিলেন, সে কথাও এই বইতে উল্লেখ আছে। রানীগঞ্জে রবিঠাকুরের ঠাকুর দাদার অফিস ঘরের ধ্বংসাবশেষ এখনও চোখে পড়ে। চর্চা হয়। যোগাযোগের অব্যবস্থা বলতে কলকাতা থেকে মধ্যপ্রদেশ ও ঝাড়খন্ডে একটি মাত্র ট্রেন আসা-যাওয়া করতো। কয়লাখনি অঞ্চলে যাতায়াতের অসুবিধা ছিল। বাস দু-একটি থাকলেও ট্রেকার গাড়ি ছিল প্রধান অবলম্বন। পিচের রাস্তাঘাট প্রায় ছিল না বললেই চলে। এবড়োখেবড়ো রাস্তা। ওইভাবেই চলতে হতো। লেখা পাঠাতাম ডাকযোগে। ফোনের যোগাযোগ তখন ছিল না তেমন। পত্র মারফত সবকিছু হতো। অফিসে বসে চিঠি পেতাম। ফোন বলতে লোকাল ফোন ছিল। পরবর্তীতে দূরবর্তী যোগাযোগের (এপটিডি) ফোনালাপ চালু হয়। লাইনে দাঁড়িয়ে এসটিডি বুথে ফোন করতে হতো। ১৯৮৪-র পরে একটা দুটো টেলিভিশন ব্যবস্থা চালু হয়। দু-এক জনের বাড়িতে সেই টেলিভিশনের অনুষ্ঠান দেখতে যেতাম। অনেকটা পায়ে হেঁটে। কর্মস্থলে অবসর থাকলে তবেই এটা সম্ভব হতো। মোবাইলের কথা আমাদের কল্পনাতেও আসেনি। মোটরসাইকেল তখনও আমাদের চোখে অধরা। ঝাড়খন্ডে মাসে একদিন হিন্দি সিনেমার বদলে বাংলা সিনেমা দেখানো হতো। তখন কয়লাখনি অঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাঙালিরা জিপে চড়ে সেই সিনেমা দেখতে আসতেন। সে দিনটি ছিল আমাদের কাছে মিলনমেলা। এখন ভাবলে খুব নস্টালজিক লাগে।

অবশেষঃ কলকাতা ছেড়ে গেলেন তো গেলেন। অবসর জীবনের উঠানে আলপনা দিয়ে তবেই ফিরলেন। কলকাতার জন্য অভাববোধ হয়নি কখনও ?

সুনির্মলঃ তেমন কিছু নয়। ওখানেও জীবনের বৈচিত্র্য আছে।

লেখালেখির রসদ আছে। লেখালেখি করতে কোনো অসুবিধা হয়নি। ঝাড়খন্ডে বসেই শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছি। এবিষয়েও একটা গল্প আছে।সন্দেশ পত্রিকায় তখন আমার বেশ কয়েকটি লেখা ছাপা হয়ে গেছে। সন্দেশের প্রথম পাতাতেও আমার কবিতা ছাপা হয়েছে। সেইসব আনন্দ বয়ে আনত আমার মনে। একবার বেশ অবাক করা একটা ঘটনা ঘটল। ভারী যত্ন করে আমার লেখা 'খাতার পাতায়' নামে একটি ছড়া-কবিতা সত্যজিৎ রায় স্বয়ং অলংকরণ করলেন। আমার খুশির সীমা ছিল না। ওই লেখাটি ছিল বাঘকে নিয়ে। এরপর আমি খাতার পাতায় কুকুর, খাতায় পাতায় শিয়াল এমন করে আমি অনেকগুলো লেখা লিখে ছিলাম। ওইসব লেখা নিয়েই খাতার পাতায় নামে ১৯৮৫ সালে আমার প্রথম বই প্রকাশিত হয়। ভারী সুন্দর করে লিনোকাটে অলংকরণ করেছিলেন শিশুমেলার সম্পাদক অরুণ চট্টোপাধ্যায়।এই বইটি নানান জনের প্রশংসা ধন্য হয়। বইপ্রকাশের ক্ষেত্রে আমার উৎসাহ বেড়ে যায়।

অবশেষঃ দীর্ঘ লেখালেখির জীবন। আপনি নিজে একজন নক্ষত্র। দিনে দিনে হয়ে উঠেছেন। আপনি সান্নিধ্য পেয়েছেন, এমন স্মরণীয় ব্যক্তিদের কথা যদি একটু বলেন।

সুনির্মলঃ দীর্ঘ বত্রিশ বছর কলকাতার বাইরে থেকেছি কর্মসূত্রে। কাজেই প্রত্যক্ষভাবে প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিকদের সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ, কথা বিনিময় ইত্যাদি খুব কমই হতো। তবে বিহারে থাকাকালীন আমি মাঝেমধ্যেই কলকাতা আসতাম। তখন আমি একদিন শিল্পী রাহুল মজুমদারের সহায়তায় প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক, সন্দেশ সম্পাদক লীলা মজুমদারের বাড়িতে যাই। তাঁর আশীর্বাদ পাই। সেইসময় আমার কোনো বই প্রকাশিত হয়নি। তারপর লীলা মজুমদারকে আমি নিয়মিত চিঠি লিখতাম। তিনি পোস্টকার্ডে সমস্ত চিঠির উত্তর দিতেন। সেই চিঠির মধ্যে থেকে বারোটি চিঠি আমার সম্পাদিত 'পারুল -ডিঙি নৌকো' বার্ষিকীতে প্রকাশ করি। এছাড়াও আমার প্রথম প্রকাশিত ছড়াগ্রন্থ 'খাতার পাতায়' এবং দ্বিতীয় ছড়াগ্রন্থ 'গড়গড়িয়ে তরতরিয়ে'-তে বিশেষ ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। এছাড়াও সন্দেশ সম্পাদিকা নলিনী দাসের সংস্পর্শে আসি। শিশুসাহিত্যিক শৈলেন ঘোষের সঙ্গেও আমার পরিচয় ঘটে। পরবর্তীতে শিশুসাহিত্যিক সরল দে, বলরাম বসাক, কার্তিক ঘোষ, শিশুমেলা সম্পাদক অরুণ চট্টোপাধ্যায়, বাণীব্রত চক্রবর্তী, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর বসু, অশোক কুমার মিত্র, গৌর বৈরাগী, ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত গোস্বামী, বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী, পবিত্র সরকার, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, দীপ মুখোপাধ্যায় ছাড়াও আরও যারা সাহিত্যসাথী বন্ধু হয়ে এসেছে, তাঁরা হলেন মোহিত রায়, রহিম শাহ, ধ্রুব এষ, মাসুদ করিম, চন্দন নাথ, সমর পাল, পার্থপ্রতিম আচার্য, শমীন্দ্র ভৌমিক, মনোরঞ্জন পুরকাইত, সলিলরঞ্জন দাশগুপ্ত, শুভঙ্কর ভট্টাচার্য, অমল ত্রিবেদী, কল্পনা ভট্টাচার্য, তরুণ কুমার সরখেল, তপন কুমার দাস, তাপস মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

অবশেষঃ ছোটদের লেখালেখির পাশাপাশি আপনি বড়দের জন্যে লিখেছেন। সে সম্পর্কে যদি বলেন ভাল লাগবে।

সুনির্মলঃ ছোটদের লেখার পাশাপাশি বড়দের জন্যে আমি নিয়মিত বড়দের কবিতা লিখেছি। মোট তেইশটি কবিতার বই এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো সবই বড়দের কবিতার বই।

যেমন, ' প্রতিনিয়ত ধ্বনিত' (১৯৮৪), 'এক অদ্ভুত অনিশ্চিয়তা' (১৯৯১), 'হে সৌম্য রূপবান দুঃখ' (১৯৯১), 'বালক জানে না' (১৯৯৪), 'নন্দিনী আমার নন্দিনী' (১৯৯৫), আমি এখনও জানি না' (১৯৯৮), 'নন্দিনী আমার সোনালী রোদ্দুর' (১৯৯৮) ইত্যাদি।

অবশেষঃ লেখালেখির জীবনে কোন্ কোন্ বিশিষ্ট কবি ও কথাসাহিত্যিক আপনার আগ্রহের বিষয় ছিল ?

সুনির্মলঃ একসময় যে কোনও কবিতার বই পেলেই আমি পড়তাম। আমার কোনও বাছবিচার নেই। কোনও বিশেষ কবি বা সাহিত্যিকের নাম বলাটাও মনে হয় ঠিক হবে না। কারণ প্রত্যেকেই তাঁর মেধা দিয়েই বই লেখেন মনে হয়। সেখান থেকে রূপ - রস - গন্ধ কুড়িয়ে নিতে হয়। তবুও সকলের মতো বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র আজীবন পড়েছি। জীবনানন্দসহ হাল আমলের কবি শঙ্খ ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, প্রমুখের কবিতা পড়েছি এবং

লেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছি। এছাড়াও জয় গোস্বামী, শ্যামলকান্তি দাশ এদের কবিতাও আমাকে মুগ্ধ করে।

অবশেষঃ সারাজীবন আপনি যেমন লিখেছেন, তেমন অজস্র বইপত্র পড়েছেন। আপনার ভীষণ প্রিয় কয়েকটি বইয়ের কথা জানাবেন।

সুনির্মলঃ ছোটদের ক্ষেত্রে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনির বই', আমার খুবই প্রিয়। এছাড়াও ছোটদের জন্যে লিখেছেন সুকুমার রায়, লীলা মজুমদার এঁদের বই গুলিও আমার কাছে সমানভাবে সমাদর পাই। আমি যেহেতু অনুবাদের কাজটাও করি। হ্যান্স আন্ডারসনের রূপকথা আমাকে ভীষণ আকৃষ্ট করে। হ্যান্স আন্ডারসনের একটি বইও আমার হাতে অনুদিত হয়েছে। বইটি বাংলাদেশের প্রকাশনী সংস্থা 'বাংলা প্রকাশ' থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ থেকে আমার জাপানের রূপকথা, রাশিয়ার রূপকথা প্রভৃতি বই প্রকাশিত হয়েছে।

অবশেষঃ লেখালেখির জন্য বিদেশি সাহিত্য আপনার জীবনে কতখানি প্রভাব ফেলেছে ?

সুনির্মলঃ আমিতো খুব বেশি অনুবাদ কাজ করিনি। শুধু একজন লেখককে ধরেই অনুবাদ সাহিত্যচর্চা করেছি। তিনি হ্যান্স আন্ডারসন। তিনি প্রায় আড়াইশোর মতো গল্প লিখেছেন। ইতিমধ্যে আমি প্রায় সত্তর খানা গল্প অনুবাদ করেছি। এবছরও আমার দুটি অনুবাদ গল্প প্রকাশিত হয়েছে। গণশক্তি ও ডিঙি নৌকো বার্ষিকীতে।

অবশেষঃ রামায়ণ, মহাভারত নিয়ে আপনার বিভিন্ন কাজ দেখেছি। আপনার মুখ থেকে বিস্তারিত শুনতে চাই।

সুনির্মল রামায়ণ ও মহাভারত একেবারে ছোটদের মতো করে লিখেছি। পুনর্লিখন করেছি। ইতিমধ্যেই পুরুলিয়া থেকে প্রকাশিত 'টুকলু' পত্রিকায় মহাভারত প্রকাশিত হয়েছে। একেবারে ছোটদের জন্যে। এবং রামায়ণ ছোটদের 'সঞ্চিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হবে। রামায়ণ ও মহাভারত বই আকারে প্রকাশ পাবে আগামী বইমেলায়। একেবারে সচিত্র। বইদুটির ছবি এঁকেছেন যুধাজিৎ সেনগুপ্ত।

অবশেষঃ নাটক নিয়ে কি কি কাজ করেছেন ?

সুনির্মলঃ আমি প্রায় চৌত্রিশটি কাহিনির নাট্যরূপ দিয়েছি। সেখানে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, সুকুমার রায় এবং চিন দেশের এক প্রখ্যাত লেখকের (মেই ইং) গল্পের নাট্যরূপ দিয়েছি। এই গ্রন্থটি গত বইমেলায় 'ছোটদের কচিপাতা' থেকে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির নাম 'ছোটদের সেরা নাটক।' বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন দেবাশীষ দেব।

অবশেষঃ শিশু-কিশোরদের জন্য উপন্যাস লিখেছেন নিশ্চয়ই?

সুনির্মলঃ সেরকমভাবে আমি উপন্যাস লিখিনি, তবে 'কুসুম পুরের শালিক' ছোটদের জন্যে আমার লেখা একটা ছোট্ট উপন্যাস।

অবশেষঃ এমন কোনো কাজ এখনও করা হয়নি, অথচ করবার ইচ্ছে আছে, এমন কিছু আছে কি ?

সুনির্মলঃ মহাকাশ, সমুদ্র, পরিবেশ এবং বিজ্ঞান নিয়ে আরও কাজ করার ইচ্ছে হয়েছে। এছাড়াও মহাজীবনের গল্প আমি লিখেছি। সেখানে ছাব্বিশ জন মণীষীদের গুরুমশাইকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের গল্প হয়েছি। এই গ্রন্থটি প্রকাশ পেয়েছে ছোটদের কচিপাতা থেকে।

অবশেষঃ 'কুসুম পুরের শালিক ' অপূর্ব এক নামকরণ। মন অভিভূত হয়ে যায়, আলাদা ভাবে একটু শুনতে চাই।

সুনির্মলঃ ১৯৯৬ সালে বোকারোতে থাকাকালীন একদিন দুপুরে অফিস থেকে ফিরে আমি লিখতে বসি। আমার মাথার মধ্যে একটা গল্প ঘুরপাক খাচ্ছিল। আশ্চর্যের বিষয় হল এই বই লেখার কোনও পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না আমার। একটানা আড়াই ঘন্টায় লেখাটা লিখে ফেলি। সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিই এটি বই আকারে প্রকাশ করতেই হবে। শিল্পী সুব্রত চৌধুরী খুব যত্ন করে ছবি এঁকে দিয়েছিলেন। এন সি আর টি পরিবেশ সচেতনতা সংক্রান্ত বই জমা দিতে বলেছিল। জাতীয় পুরস্কার প্রদানের জন্য। এই ব্যাপারে তারা দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। আমি নিয়ম মেনে বইটি জমা দিয়েছিলাম। বিহার থেকে এসে কলকাতার মৌলালিতে আমি ওদের অফিসে যাই। প্রত্যাশা ছিল কিন্তু সংশয়ও ছিল। তারপর একদিন টেলিগ্রাম পেলাম বইটি জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছে। তখন ভীষণ আনন্দ পেয়েছিলাম।

অবশেষঃ জীবনের সবচেয়ে সেরা সান্নিধ্য সম্পর্কে যদি বলেন ?

সুনির্মলঃ লীলা মজুমদার।

অবশেষঃ জীবনের তিক্ত কোনো অভিজ্ঞতা ?

সুনির্মলঃ জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা বলতে অনেক জায়গায় অনেকরকম লেখা পাঠিয়েছি। অনেক লেখা মনোনীত হয়নি তখন হয়তো সামান্য দুঃখ পেয়েছি। সেটাও বুঝি সম্পাদকের বিষয়, আমার বিষয় নয়। লেখা তো মনোনীত হলে লেখকের ভালো লাগবে কিন্তু সব লেখা তো সম্পাদকের মনোনীত হবে না।

অবশেষঃ আপনার জীবনে প্রকাশকদের অবদান কতখানি ?

সুনির্মলঃ আমি দীর্ঘদিন টাকা পয়সা খরচ করে নিজের বই ছেপেছি। কারণ কলকাতার বাইরে থেকে প্রকাশকদের সাথে ঠিকমতো যোগাযোগ গড়ে উঠতে পারেনি। অবসর জীবন যাপনে এসে প্রকাশকদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। যেমন পারুল প্রকাশনীর গৌড়দাস সাহা আমাকে অনেক সুযোগ দেন। সেখান থেকে আমার পর পর আটখানা বই প্রকাশিত হয়। যেমন - 'নতুন গ্রহে যতীনবাবু', 'বটকেষ্টবাবু'র ছাতা', 'ছিল একটা', 'সুখু দুখু', 'পদ্যে সহজপাঠ', 'পাতালপুরীর সাপিনী মা' প্রভৃতি। এছাড়াও পুনশ্চ থেকে প্রকাশিত হয়েছে 'কুৎসিত ছানা', 'ইউক্রেনের রূপকথা', তিনখন্ডে ছোটদের ছড়া। একুশটি ছোটদের ছড়ার বই মিলিয়ে এই তিনটি খন্ড প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও আমার লেখক জীবনের উল্লেখযোগ্য প্রকাশকরা হলেন সাহিত্য তারুণ্য, ছোটদের কচিপাতা, শৈশব প্রকাশনী প্রভৃতি।

অবশেষঃ মঞ্চে আপনাকে তেমন তো দেখা যায় না। আপনি শুধু বইয়ের পাতা জুড়ে থাকতে ভালবাসেন ?

সুনির্মলঃ মঞ্চে এখনও আমাকে সেইভাবে আমার বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ হয়নি। ফলে সেইভাবে আমার মঞ্চে ওঠা হয় না। যারা ডাকে তাদের ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্যে আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করি। শারীরিক অসুস্থতার কারণে খুব দূরে যেতে পারি না। তাছাড়া এটাও সত্যি আমার বইয়ের পাতাতেই জুড়ে থাকতে ভালবাসি।

অবশেষঃ টেলিভিশন, রেডিও প্রভৃতি গণমাধ্যম আপনাকে কতটুকু কদর দিয়েছে ?

সুনির্মলঃ আমাকে কয়েকবার টেলিভিশন চ্যানেল আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কিন্তু যেতে পারিনি। সাহিত্যিক নির্মলেন্দু গৌতম ছুটি ছুটি বলে একটা অনুষ্ঠান করতেন। সেই অনুষ্ঠানে ছড়া পাঠ করার জন্যে আমি হাতানিয়া দোয়ানিয়া নদী পার হয়ে আমরা বকখালিতে গিয়েছিলাম। সেটা টেলিভিশনের একটা অনুষ্ঠান ছিল। এবিষয়ে দেবাশিস গৌতমের কথাও বলতে হবে। রেডিওতে একবার কবিতা পাঠ করেছি।

অবশেষঃ লেখালেখি আপনার জগত। এর বাইরে আপনার বিচরণ কতখানি ?

সুনির্মলঃ বিচরণ প্রায় নেই বললেই চলে। শারীরিক অসুস্থতার জন্যে তেমন একটা কোথাও যাই না। কর্মজীবনে বত্রিশ বছর কলকাতা ছেড়ে ছিলাম। কাজেই লেখালেখির বাইরে অন্য জগৎ সংসারের প্রতি অত টান অনুভব করিনি। অফিস করেছি আর সেখানে লেখালেখি করেছি। এইভাবে দিন কেটেছে। এখনও কলকাতায় নিজেকে সেইভাবে রেখেছি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এমনিতেই খুব কম যাই। তাছাড়াও অনেকেই আমাকে সেইভাবে ডাকে না।

অবশেষঃ খেলাধূলা, সিনেমা, বেড়ানো এসব থাকবে না, একজন লেখকের জীবনে ?

সুনির্মলঃ ছোটবেলায় খেলাধূলা অনেক করেছি। ক্রিকেট, ফুটবল খেলেছি। বিভিন্ন মাঠে যাতায়াত ছিল। ফুটবল খেলতে গিয়ে পায়ে আঘাতও পেয়েছি। একসময় খুব সিনেমা দেখতাম। সি.এ. পড়বার সময় ইংরেজি সিনেমাও দেখেছি অনেক। ধর্মতলায় বহু বিদেশি সিনেমা দেখেছি। বেড়ানো আমার তেমন হয়নি। আমার চাকরি জীবনটাই তো বেড়িয়ে বেড়িয়ে কেটেছে। আমার বদলির চাকরি। চাকরি সূত্রে কত জায়গায় যে যেতে হয়েছে তা ঠিক নেই। কিন্তু বেড়ানোর মন নিয়ে বেড়ানোর সময় পেলাম না। চারটে রাজ্যে আমার কর্মক্ষেত্র ছড়িয়ে আছে। আর বেড়ানোর মধ্যে শিলিগুড়িতে গিয়েছি। দিল্লিতে গিয়েছি। ছোটবেলায় বাবার সাথে দার্জিলিং গিয়েছি। এছাড়া আমার তেমন কোনও বেড়ানোর অভিজ্ঞতা নেই তবে বইয়ের পাতায় বেড়ানোর অভ্যাস সারাজীবন থাকবে।

অবশেষঃ চাকরি জীবনের বত্রিশটা বছরকে এককথায় কি বলবেন ?

সুনির্মলঃ পিতৃ আজ্ঞা পালনের মতো ওই বত্রিশটা বছর।

অবশেষঃ আপনার জীবনসঙ্গী, আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়া, মায়ের মতো। আপনার লেখালেখির ক্ষেত্রে কতটা ভূমিকা নিয়েছেন ?

সুনির্মলঃ চাকরি পাবার সাতবছর পরে ১৯৯৮ সালে আমি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। আমার স্ত্রী দেবযানী চক্রবর্তী। আমার লেখালেখির ব্যাপারে কখনও অসুবিধা সৃষ্টি করেনি। ও আমার কিছু কিছু বই পড়েছে। আমার মেয়ে সায়নী চক্রবর্তী আমার লেখালেখির খুবই ভক্ত। ও বি. কম. পাশ করে একটা বেসরকারি ব্যাঙ্কে চাকরি পায়। বর্তমানে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়ে ও নেদারল্যান্ডস-এ বসবাস করছে। সেখানেও একটি চাকরি করে। মাঝেমধ্যে দূরভাষে কথা হয়। আমার মেয়ের নামেই একটি প্রকাশনী সংস্থা খুলেছিলাম। সায়নী প্রকাশনী। তাঁর অফিস ঘর আমাদের বাড়িতেই ছিল। সেখান থেকেই আমার প্রথম দিকের বেশিরভাগ বই প্রকাশিত হয়েছিল। এমনকি 'কুসুম পুরের শালিক' বইটি সেই প্রকাশনী থেকে ছাপা হয়েছিল। প্রকাশক হিসেবে তখন আমার মায়ের নাম ছিল। প্রকাশক হিসেবে তিনি জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন।

অবশেষঃ জীবনের প্রান্তসীমায় এসে দেখছেন, মেয়ে বিদেশে। আপনার কর্মজীবন অনেকটাই বিদেশে থাকবার মতোই ছিল। জীবনের এই স্থানিক দূরত্ব আপনার শালিকের গল্পের সঙ্গে মেলে না। এবিষয়ে আপনার মতামত চাই ।

সুনির্মলঃ জীবন জীবিকার বিষয়টা আমার হাতে ছিল না। এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে বয়ে নিয়ে গেছে। আমি তার নির্দেশে এগিয়ে গিয়েছি। বাহ্যিক সুখ দুঃখকে আমি ভুলতে চেষ্টা করেছি। এইভাবেই নিশ্চয় একদিন জীবন সমুদ্রের কূল খুঁজে পাব। ছোটবেলায় মেয়ে আমাকে কাছে পায়নি। মেয়ের পড়াশোনা সবটাই কলকাতাতে ফলে বাবা ও মেয়ে জীবনের অধিকাংশ সময় জুড়ে একে অপরের থেকে দূরে থেকেছি। তবে কখনও মনের দূরত্ব বাড়েনি। মেয়ের পড়াশোনার সঙ্গে আমার জীবিকার সংহতি না থাকায় এই বিভ্রাট। আর বর্তমানে সে থাকে বিদেশে। এই বয়সে আমি তার জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকি আর আগে সে আমার জন্যে অপেক্ষা করে বসে থেকেছে।

অবশেষঃ আগের ছেলেবেলা আর আজকের ছেলেবেলা কতটা ব্যবধান ?

সুনির্মলঃ আগের ছেলেবেলায় আমরা মা বাবার সামনেই বড় হয়েছি। এখনকার ছেলেবেলা অনেকটা আলাদা হয়ে গেছে। তারা মা বাবাকে সমানভাবে পায় না। অনেকক্ষেত্রে সবাই ছড়িয়ে থাকার কারণে বিশেষ একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়।

অবশেষঃ ছোটবেলায় লেখক হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন, এখন তো লেখক হয়েই গেছেন। এই বয়সে এসে মানুষ নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখা ছাড়ে না। আপনি এখন কী স্বপ্ন দেখেন ?

সুনির্মলঃ লেখক হিসেবে স্বপ্ন দেখি আমার লেখাগুলো হিন্দী ও ইংরেজিতে প্রকাশ হোক। এইসব কাজেই এখন আমি ব্যস্ত। এর আগেও আমার লেখা ইংরেজি ও হিন্দীতে বেড়িয়েছে। সে সব বই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয়। এই কাজটা আরও ব্যাপকভাবে করতে চাই। আমার খুবই সৌভাগ্য আমার লেখা বই ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে। তারমধ্যে 'কুসুম পুরের শালিক', ও 'বটকেষ্টবাবুর ছাতা' অন্যতম। এগুলিই আমার স্বপ্ন।

অবশেষঃ নতুন লেখকদের সম্পর্কে আপনি কি বলতে চান ?

সুনির্মলঃ প্রথমত ছড়ার কবিতা যারা লেখেন ছন্দ, মাত্রা এর তাদের ভাল মতো জানা প্রয়োজন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বহু ছড়ার কবিতা ছাপানো হয়। প্রচুর ত্রুটি - বিচ্যুতি চোখে পড়ে এই ছন্দের ক্ষেত্রে। ছন্দ না জেনে ছড়া লেখা উচিত নয়। এমন বারবার চোখে পড়লে মনে আঘাত লাগে। খারাপ লাগে। জগতে লেখার জন্যে কেউ পায়ে পথে করবে না কিন্তু লিখতে হলে দায়িত্ব নিয়ে লিখতে হবে। সচেতন হয়ে লিখতে হবে। আর অনেকে পুরোপুরি ছোটদের জন্যে ঠিক লেখেন না। ছোটদের লেখার নামে বড়দের লেখা লিখে ফেলেন। এবিষয়েও সুনজর দিতে অনুরোধ জানাই। আমার মনে হয় ছোটদের লেখা সহজ নয়। বাংলা শিশুসাহিত্যের বিষয়ে আমি খুবই আশাবাদী। অনেকেই আছেন, যারা খুব ভালো লিখছেন। ছোটোদের জন্যে লেখার মতো লেখক আজকাল কমে গেছে। কিশোরদের জন্যে লেখার প্রবণতা বেড়ে গেছে। আমি নাম বললাম না। অনেক প্রতিশ্রুতিমান লেখক অনেক পাচ্ছি, যাদের লেখা

পড়তে বেশ ভাল লাগে। তারা নিশ্চয়ই ছোটদের সাহিত্যকে ভীষণ ভাবে আলোকিত করবেন।

অবশেষঃ বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ ও বাংলা লেখকদের ভবিষ্যত সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি জানাবেন।

সুনির্মলঃ এটাই এখন একটা বড় সমস্যা। বাংলা ভাষা কোথায় গিয়ে পৌঁছবে আমরা ভেবেই আকুল হয়ে আছি। সকলেই বলে বাংলা বইয়ের বিক্রি নেই। ছোটদের বাংলা বই অনেকেই পড়ে না। এজন্য বিভিন্ন কারণ জড়িয়ে আছে। প্রত্যেক পরিবারের মা বাবা নিজেদের সমস্যায় জর্জরিত হয়ে আছেন। নিজেদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছেন। শিশুসাহিত্যের স্পর্শ ছাড়াই অনেক শিশু বড় হয়ে যাচ্ছে। এবিষয়ে সরকারি উদ্যোগের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

অবশেষঃ সকালবেলা উঠে যদি বাড়ির সামনে প্রজাপতি উড়তে দেখেন, সেই ছোটবেলার মতো আনন্দ হয় কি ?

সুনির্মল ছোটবেলা কেটেছে আমার নিদারুণ দারিদ্রে। যদিও বাবা রেলওয়ে চাকরি করতেন। তবুও তিনি নানাদিক সামলে পেরে উঠতেন না। কলকাতায় আমাদের কোনও বাড়ি ছিল না। সেই বাড়ি করতে গিয়েও বাবাকে ধারদেনা করতে হয়েছে। ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিতে হয়েছে। ফলে নতুন বাড়ি হলেও বেশ কষ্টে আমাদের দিন কেটেছে। আগেই বলেছি আমরা বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে এসেছিলাম। মা বাবাকে অনেক কষ্ট করতে দেখেছি। অনেক কষ্ট করে আমরা স্কুলে ভর্তি হয়েছি। মোটা চালের ভাত, মাইলো ইত্যাদি খেতে হয়েছে। ইলেকট্রিকের আলো পেতাম না। হ্যারিকেনের আলোয় পড়াশোনা করতে হয়েছে। সেখানে প্রজাপতি দেখার কোনও ইচ্ছে আমার কোনওদিনই হয়নি। আমার বাড়ি থেকে একটু দূরে একটা গমকল ছিল। গমকলের একটা কোণায় সন্ধ্যা বেলায় আমি চুপচাপ বসে থাকতাম। আর দেখতাম দুর্গাপূজার সময় কত ছেলে মেয়ে নতুন জামা পড়ে পূজা দেখতে যাচ্ছে। ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর আমি অন্ধকারে বসে থাকতাম। যখন রাত বেড়ে যেত রাস্তায় লোকজন কমে যেত তখন গোপনে বাড়িতে ঢুকে পড়তাম। এসব দুর্গাপূজার স্মৃতি বলা যেতে পারে।

অবশেষঃ ছোটবেলায় এমন কি খেলা খেলতেন,যা এখনকার বাচ্চারা খেলেনি ?

সুনির্মলঃ ডাং-গুলি, দাড়িয়াবান্ধা এইসব খেলা আমরা খেলেছি। মার্বেল গুলি খেলেছি। কবাডি খেলেছি। এসব খেলা এখন তো চোখে পড়ে না তেমন।

অবশেষঃ আপনার মেয়ে সায়নী, নেদারল্যান্ডস-এ থাকেন। আপনার লেখালেখির অসম্ভব ভক্ত। যখন কথা হয়, মেয়ে লেখালেখি নিয়ে কী বলেন ?

সুনির্মলঃ ফোনে কথা হলে সাধারণ বিষয়ে কথা হয়। দেশে ফিরলে নতুন লেখা বই উপহার দিই। মেয়ে উৎসাহিত করলে এখনও ভাল লাগে।

অবশেষঃ একসময় বহু নামিদামি পত্রপত্রিকা নিয়মিত বেরিয়েছে। সাড়া ফেলে হারিয়ে গেছে, এমন পত্র-পত্রিকার কথা যদি শোনান।

সুনির্মলঃ পত্রিকা তো আসে,আবার হারিয়ে যায়। শুকতারা, কিশোরভারতী ছাড়াও সুসাথী পত্রিকার কথা বেশ স্মরণীয়। আরও অনেক কাগজ আছে।কত বলি আর। আগের পত্র-পত্রিকা মাসিক ছিল। ক্রমে ক্রমে ত্রৈমাসিক,বার্ষিক হয়ে গেছে। তেপান্তর আগে খুব সাড়া ফেলে ছিল। এখন তেমনভাবে বের হয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটা পত্রিকা ছিল,নামটা ভুলে যাচ্ছি। আনন্দ বার্ষিকী ছিল, ধীরেন্দ্রনাথ ধরর। শিশুসাহিত্য পরিষদের একটা পত্রিকা ছিল,এখন সেসব নেই।

অবশেষঃ কবিতা কিংবা গল্পের সঙ্গে অলংকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কয়েকজন বিশিষ্ট প্রচ্ছদ ও অলংকরণ শিল্পীর কথা শুনতে চাই।

সুনির্মলঃ আমার বিভিন্ন বইতে এবং বার্ষিকীতে কাজ করেছেন দেবব্রত ঘোষ,প্রণবেশ মাইতি, দেবাশীষ দেব, শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য, ধ্রুব এষ, বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী, দেবাশিস সাহা, শুভঙ্কর ভট্টাচার্য ,শঙ্কর বসাক প্রমুখ।

অবশেষঃ কলেজস্ট্রিট নিয়ে কি বলবেন ?

সুনির্মলঃ কলেজ স্ট্রিট লেখকদের তীর্থ। এমন লেখক বোধহয় হয় না,যিনি এখানে আসেননি। মহামিলন ক্ষেত্র। প্রত্যেক কবি-লেখকের কাছে এক আনন্দ ভূমি । কলেজ স্ট্রিটের আশেপাশে প্রচুর পত্র-পত্রিকার কার্যালয় আছে।

অবশেষঃ সাহিত্যের আড্ডা নিয়ে গল্প তো লেখেননি কখনও?

সুনির্মলঃ সাহিত্যের আড্ডা তেমন দেওয়ার সুযোগ হয়নি। কাঁঠাল তলায় একটু বসতে শুরু করেছিলাম। লকডাউনের পর আর হলো না। তাছাড়া বয়স হয়ে গেছে,আর বাড়ির থেকে তেমন তো বের হই না। কর্মক্ষেত্রে জড়িয়ে থাকার জন্য সম্ভব হয়নি।

অবশেষঃ এখন ইউটিউব, ফেসবুক বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের অ্যানিমেশন, ভিডিও দেখা যায়। আগামীদিনে আপনার সাহিত্য নিয়েও এইসমস্ত কাজ নিশ্চয়ই হবে। হয়েছেও হয়তো কিছু কিছু। কিন্তু বইয়ের পাতা থেকে যে জীবনবোধ গড়ে ওঠে, চলমান ছবি দেখে সেটা কতটা সম্ভব হবে? কারণ সবাই তো সত্যজিৎ রায় নন।

সুনির্মলঃ আমার কুসুম পুরের শালিক নিয়ে কাজ করবার কথা হয়েছে। মানে একজন আগ্রহ দেখিয়েছে। তবে ওইসব আমি তেমন বুঝিনা। এমনকি ভাল করে মোবাইল ব্যবহার করতে পারি না।

অবশেষঃ আপনার প্রিয় মানুষ ?

সুনির্মলঃ আমার মা।

অবশেষঃ আপনার প্রিয় সঙ্গীতশিল্পী ?

সুনির্মলঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

অবশেষঃ আপনার প্রিয় নায়ক ও নায়িকা ?

সুনির্মলঃ উত্তম-সুচিত্রা।

অবশেষঃ আপনার চোখে প্রিয় দেশ নায়ক?

সুনির্মলঃ সুভাষচন্দ্র বোস।

অবশেষঃ আপনার চোখে খলনায়ক

সুনির্মলঃ হিটলার।

অবশেষঃ প্রিয় ফুটবলার?

সুনির্মলঃ মারাদোনা।

অবশেষঃ প্রিয় ক্রিকেটার?

সুনির্মলঃ সুনীল গাওস্কার।

অবশেষঃ মোহনবাগান নাকি ইস্টবেঙ্গল?

সুনির্মলঃ ইস্টবেঙ্গল।

অবশেষঃ আপনার দেখা কলকাতার গৌরবময় দিন?

সুনির্মলঃ স্বাধীনতা উদযাপনের দিন।

অবশেষঃ আপনার দেখা কলকাতার দুঃখজনক দিন?

সুনির্মলঃ সত্যজিৎ রায়ের চলে যাওয়ার দিন।

অবশেষঃ যদি চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট না হতেন তবে কি হতেন?

সুনির্মলঃ মাস্টারমশাই হতাম।

অবশেষঃ দেশভাগ না হলে কেমন হতো ?

সুনির্মলঃ একেবারে আগের মতো ছবির মতো। অখণ্ড। যন্ত্রণা বলে কিছু থাকতো না। সমস্যা থাকলেও তার ধরন আলাদা হতে পারতো।

অবশেষঃ ভারতবর্ষে না জন্মালে কোথায় জন্ম নিতেন ?

সুনির্মলঃ কোন এক রূপকথার দেশে। যেখানে দুঃখ নেই কষ্ট নেই ,শুধু লেখালেখি আছে, আনন্দ আছে।।

অবশেষঃ জন্মান্তরে বিশ্বাস আছে ?

সুনির্মলঃ অবশ্যই জন্মান্তরে বিশ্বাস আছে।

অবশেষঃ পরের জন্মে কি হতে চান ?

সুনির্মলঃ গায়ক হতে চাই। আমার তো একটা হারমোনিয়াম ছিল। গলায় সুর ছিল। লেখক হওয়ার কষ্ট তো অনেক। সেটাতো তুমিও জানো। কিন্তু গায়ক হলে বোধহয় সবার কাছে আরো তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যায়। পরের জন্মে গায়ক হতে চাই।

অবশেষঃ সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পাওয়া প্রসঙ্গে যদি কিছু বলেন।

সুনির্মলঃ এর আগেও ভাববার আমার নাম এসেছে। বিভিন্ন অজানা কারণে পুরস্কার পাওয়া হয়নি। শেষপর্যন্ত পেলাম। খুব আনন্দ পেয়েছি শিশুসাহিত্যে এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে তেরো বছর হলো আমি বারোতম বছরে সম্মানিত হলাম। খুবই আনন্দিত।

অবশেষঃ আমরাও আনন্দিত। আপনাকে অশেষ অনেক ধন্যবাদ। এতোটা সময় দেওয়ার জন্য। আপনি সুস্থ ও সুন্দর থাকুন,সর্বদা। আরও সবার কাছে পৌঁছে যাবেন,এই আশায় বুক বেঁধে আছি।

সুনির্মলঃ তোমাকেও অনেক ভালবাসা। অনেক সময় দিয়ে কষ্ট করে এতোটা কথা বললে। আজকাল এই আন্তরিকতা তেমন দেখি না। এটা আমার জীবনের দীর্ঘতম সাক্ষাৎকার।

গ্রীন গার্ডেন পার্ক, মিথিলা, বাঁকুড়া।
৩৩ বিঘা জমির উপর গড়ে উঠেছে এই পার্ক।
পরিবারে সাথে সময় কাটানো টয়
ট্রেনে চাপা, বোটিং করার ও বাচ্চাদের
খেলার মনোরম পরিবেশ।
এছাড়া ও এখানে গেষ্ট হাউস, মিটিং হল, ম্যারেজ
হল ও পিকনিক করার সুবন্দোবস্ত রয়েছে।
যোগাযোগ।

৯০৯৩৪৮৩৯০২ / ৯৪৩৪৫২৯৬৯১

প্রোঃ - ৯৪৩৪০০৮৭৫৫